দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 01 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

31

নীলফামারীতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ঢিমেতালে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী ঃ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গতি নীলফামারীতে অনেকটা ঢিলেঢালাভাবে চলছে। ক' বছর আগে যেমন বিভিন্ন পর্যায়ে তোড়জোড় ছিল এখন তেমনটি নেই। জেলার প্রায় ৩৫ হাজার শিশু শিক্ষার বাইরে রয়েছে এবং ঝরেপড়া শিশু-কিশোরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজারেরও বেশি। ফলে ২ হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম এই জেলায় বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এ বছর যে জরিপ চালানো হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, জেলার ৬টি থানা ও ২টি পৌরসভায় ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৪২ হাজার ৭১৭। এদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৯শ' ৪১ জন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ে না যাওয়া এসব শিশুর মধ্যে বালিকা রয়েছে ১৬ হাজার ৪শ' ২০ জন। এদেরকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠন করা হয়েছে জেলা থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত শিক্ষা কমিটি। এছাড়া অভাবী পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য চালু করা হয়েছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।

এসবের এখন কোন কিছুই কাজে আসছে না এই জেলায়। কে স্কুলে গেল, আর কে গেল না তা নিয়ে এখন আর কাউকে মাথা ঘামাতে শোনা যায় না। তবে ২/৪ বছর আগে এই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যেমন প্রশাসন থেকে, তেমনি জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের সমাজকর্মীদের দারুণ তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এখন মাঝেমধ্যে জেলা পর্যায়ের কমিটির সভা হলেও অনেক থানা এবং ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পর্যায়ে আর কোন সভা হয় না। এই অবস্থার অবশ্য সৃষ্টি হয়েছে গত এক দেড় বছর থেকে। এসব স্তরের কোন কোন কমিটি কাগজে কলমে সভা দেখিয়ে রেখেছে ঠিকই; কিন্তু বাস্তবে কোন সভা হয়নি বলে তাদেরকেই একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। পৌরসভা বাদে জেলার ৬১টি ইউনিয়নের মধ্যে ২০টি ইউনিয়ন কাগজে-কলমে সভা দেখিয়ে রাখার এই কাজটি করেছে বলে একই সূত্র থেকে জানা গেছে।

এরপর আছে ঝরে পড়ার ঘটনা। এই জেলায় ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। এদের সংখ্যা হচ্ছে, ৬২ হাজার ১৩৫ জন এবং এদের বয়স ১১ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এসব শিশু-কিশোরের মধ্যে। অধিকাংশই বিদ্যালয় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণীতে উঠার পর। অভাব অনটন এবং সচেতনতার অভাবেই ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ বলে জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ কর হয়েছে। ঝরে পড়া এসব শিশু-কিশোর প্রায় সবাই অভাবী পরিবারের সন্তান এবং এরা অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে বাবা-মার অভাবী সংসারে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নিয়ে চলছে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি। এসব খাদ্য অনেক এলাকায় প্রকৃত অভাবী পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের অভিযোগের কথা শোনা যায় অনেক দিন থেকে এবং এ নিয়ে সৈয়দপুর, ডোমার ও কিশোরগঞ্জ থানায় মিটিং মিছিলও হয়েছে।